ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 155 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩১১ ● কলকাতা ● ০৩ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ২০ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ফের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন মন্ত্রী শোভনদেবের

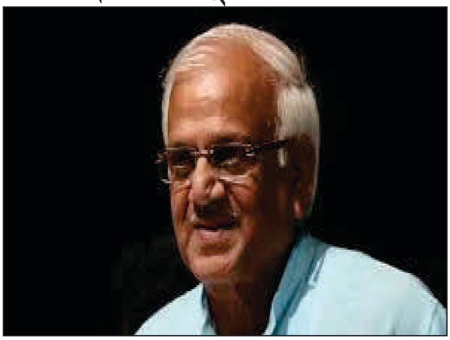

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বারাকপুর: খড়দহের বন্দিপুরের যুবককে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার ঘটনায় রহড়া থানার পুলিশের একাংশের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এরপরই মঙ্গলবার সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য কমানো-সহ জুয়া, সাট্টা বন্ধের দাবিতে নাগরিক সমাজের ব্যানারে মিছিল করে রহড়া থানার সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়।ওইদিন তিনি বলেন, "কোনও ঘটনা ঘটলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করবে। আক্রান্ত যুবকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলবে। হাসপাতালে গিয়ে সবকিছু দেখবে। এটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, কিছুই করল না। উল্টে, পুলিশ বলছে মিটমাট করে নিতে! পুলিশ কার দালালি করছে? সমাজ বিরোধীদের হয়ে দালালি করবে? পুলিশের তো আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল। আমি জানি না, এখানে পুলিশের কে এসে একথা বলেছিল। আমি

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 118

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এই সব এক কুশল, অনুভবী বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধানে করা হয়। ঐ বয়স্ক ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির চেহারা থেকে, নিঃশ্বাসের গতি থেকে, ব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা করে এই নির্ণয় নেন। অনেক অসুস্থতা তো কেবল চোখে দেখেই বুঝে নেন।

ক্রমশঃ

তৃণমূলের বিএলএ ২-র পারফরমেন্সে খামতি!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের বিএলএ-২ এর পারফরমেন্স সবচেয়ে খারাপ। দলীয় নেতৃত্বের দেওয়া রিপোর্টে তেমনটাই উল্লেখ রয়েছে। ১০০ শতাংশ বিএলএ ২ থাকলেও, তাঁদের নাকি কাজে অনীহা রয়েছে। বিএলএ ২-দের ঠিক মতো কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে জেলা নেতৃত্ব। আর এই নিয়ে জেলা নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।স্থানীয় বিজেপি নেতার বক্তব্য, "নীচু স্তরের নেতা থেকে শুরু করে উঁচু স্তরের নেতারা, প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছে পুলিশ বোধ হয় থাকবে, প্রশাসনিক আধিকারিকরা থাকবে, মস্তান থাকবে, ভোট আমাদের হয়ে যাবে। ভোটার লিস্ট নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছেন না। ওরা আত্মতুষ্টিতে ভুগছে।" ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে মুর্শিদাবাদের ২২ টি আসনের ১৪টি এগিয়ে ছিল তৃণমূল। ৩ টিতে বিজেপি, চারটিতে কংগ্রেস এগিয়ে ছিল। একটি ছিল সিপিএমের। বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূল নেতৃত্ব কড়া নির্দেশ দিয়েছে, বিএলএ-দের মানুষের পাশে থাকতে।জানা যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদে তৃণমূল ১০০ শতাংশ বুথে বিএলএ ২ নিয়োগ করেছে। কিন্তু রিপোর্ট বলছে, তাঁদের পারফরমেন্সে চিন্তায় জেলা নেতৃত্ব। জেলা নেতৃত্বের তরফে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, গোটা রাজ্যের মধ্যে মুর্শিদাবাদেই তৃণমূলের বিএলএ-২ দের কাজ সবচেয়ে খারাপ। আর সেই রিপোর্ট সামনে আসতেই জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আবারও ফ্রন্ট ফুটে ছক্কা হাকিয়েছেন হুমায়ুন কবীর।

হুমায়ুনের বক্তব্য, "এতদিন ফেসবুকে নেতা সেজেই তো তাঁদের সব চলছিল। এখন আর এসব কীভাবে করবে!" মুর্শিদাবাদে মোট বুথ ৪ হাজার ২০০। সব কটি বুথে বিএলএ ২ নিয়োগ করেছে তৃণমূল। কংগ্রেস ও সিপিএম দু'দলই ৯০ শতাংশ বুথে বিএলএ ২ নিয়োগ করতে পেরেছে।

বিজেপি করেছে কেবল ৬০ শতাংশ বুথে। কিন্তু তৃণমূল কর্মীরা পারফরমেন্সে নেতাদের মন কাড়তে পারেনি। এর প্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদের বিএলএ ২ উদ্দেশে চিঠি দিয়েছে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা। পারফরমেন্সে খামতির কথা মেনে নিয়েছেন সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান ও বিধায়ক নিয়ামত শেখ।

তাঁর বক্তব্য, "প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তবে ওদের হয়তো অনেকে ঠিক মতো কাজটা বুঝতে পারেনি। ধীরে ধীরে আমরা সমাধানের জায়গায় যাচ্ছি। আরও তো কিছুটা সময় রয়েছে।" তবে তৃণমূলেরই এক বিএলএ নেতৃত্বের রিপোর্টকে মানতে নারাজ।

বহরমপুর ১৩৬ নম্বর পার্ট তৃণমূলের বিএলএ ২ পবিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এটা তো ঠিক নয়। যেহেতু আমার এখানেই বাড়ি। আমার বুথের সকলেই আমার পরিচিত। আমি থাকছি, তাতে বিএলও-র কাজ করতে অনেকটাই সুবিধা হচ্ছে।" যদিও এটাকেই বিদ্রু করেছে বিজেপি।

অস্ত্র ফেলে দিয়ে গেলে রাজ্যপাল এবং রাজভবন কালিমালিপ্ত হতে পারে', বিস্ফোরক শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

"যদি কোনও ঝোপে-ঝাড়ে অস্ত্র ফেলে দিয়ে যায়, পরবর্তীকালে রাজ্যপাল এবং রাজভবন দু'টোই কালিমালিপ্ত হতে পারে।" রাজ্যপাল ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংঘাত নিয়ে এই মন্তব্য করলেন শুভেন্দু অধিকারী। গতকালই হেয়ার স্ট্রিট থানায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রাজ্যপাল। ঘটনার সূত্রপাত শনিবার। ওইদিন SIR-এর সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সেই প্রেক্ষিতেই রাজ্যপালকে বেনজির আক্রমণ শানান তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "রাজ্যপালকে আগে বলুন যে রাজ্যপালের ভবনে যেন বিজেপির সমস্ত ক্রিমিনালদের রাজভবনে না রাখে। রাজভবনে বসে ক্রিমিনালদের রাখছেন আর সবাইকে একটা করে বন্দুক দিচ্ছেন, বোমা দিচ্ছেন, মেরে এসো তৃণমূলের লোকেদের। আপনি আগে সব এগুলো বন্ধ করুন। আপনার মতো অপদার্থ রাজ্যপাল যতদিন থাকবে, বিজেপির চাকরবাকর রাজ্যপাল যতদিন থাকবে, ততদিন ভাল জিনিস পশ্চিমবাংলায় কোনওদিন দেখতে পাবেন না।" সত্য সামনে আনতে রবিবার ভোর থেকেই জনসাধারণের জন্য রাজভবনের দরজা খোলা রেখেছিলেন রাজ্যপাল। সোমবার, একেবারে CRPF, বম্ব স্কোয়াড, ডগ স্কোয়াডকে ডেকে এনে রাজভবনে তল্লাশি অভিযান চালান তিনি। এরপরই মঙ্গলবার রাজভবন সূত্রে খবর, একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় কল্যাণ বন্দেয়াপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন রাজ্যপাল। যার পাল্টা আইনজীবী মারফত সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তৃণমূল সাংসদ। পুলিশকে চিঠিতে কল্যাণ আর্জি জানিয়েছেন, 'তদন্ত করে অভিযোগ খতিয়ে দেখা হোক।' আজ পাল্টা সি ভি আনন্দ

এরপর ৪ পাতায়

নিজের ভুল স্বীকার' প্রশান্ত কিশোর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তাঁর ভোট কৌশলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে জয়ী হলেও, বিহারের নির্বাচনে ধরাশায়ী প্রশান্ত কিশোরের দল। পিকে-র জন সূরজ পার্টির আত্মপ্রকাশের পর এটাই প্রথম নির্বাচন ছিল, সেখানে একটাও আসনে জয়ী হতে পারেনি। বিহারের ভোটে এত খারাপ ফলের কারণ কী, তা নিজেই ব্যাখ্যা করলেন প্রশান্ত কিশোর।যদি আমি নিশ্চিতভাবে আমার সব টাকা সাংসদ বা বিধায়ক হওয়ার জন্য খরচ করতাম। যদি আমি জানি যে জন সূরজ হারবে, তাহলে এত বড় রিস্ক নেব কেন? আমি জানতাম না যে পার্টি ৪ শতাংশ ভোট পাবে। আমি নিজের সমীক্ষা করিনি।"এনডিটিভি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভোটকুশলী তথা জন সূরজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর বললেন যে বিজেপি ও জেডিইউ রাজ্যের ১.২১ কোটি মহিলাকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ভোট কিনেছে। পিকে-র দাবি, ভোটের কয়েকদিন আগে মহিলাদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, যা নিজের ব্যবসা শুরু করার জন্য পাবেন মহিলা, তা

বিরাট প্রভাব ফেলেছে জনমানসে। ভোট টানতে এই টাকার প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট ছিল। সেই কারণেই নীতীশ কুমারের জেডিইউ ৮৫ আসনে জয়ী হয়েছে, যা গত নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশি। নাহলে জেডিইউ-র ২৫ আসনের বেশি পাওয়ার কথাই ছিল না। পিকে-র দাবি, এনডিএ টাকা দিয়ে ভোট কিনেছে। প্রশান্ত কিশোরের আরও দাবি, প্রতি বিধানসভায় জেডিইউ ১০০ টাকা করে বিতরণ করেছিল।

মোট ১২৫ কোটি খরচ করেছে। তিনি জোর গলায় বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস...জেডিইউয়ের ২৫টার বেশি আসন জেতার কথা নয়, কিন্তু ওরা ৮০টিরও বেশি আসনে জয়ী হয়েছে। লোকজন আমায় বলছে যে আমার অ্যানালিসিস ভুল ছিল, হয়তো আপাতচোখে এটা ভুল লাগছে, কিন্তু গভীরে খতিয়ে দেখলে দেখবেন যে ১২৫ কোটি মানুষকে সরকার ১০০ টাকা করে দিয়েছে ভোটের আগে এবং ৬০-৬২ হাজার মানুষকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।" কেন সরকারি অনুদান বা উন্নয়ন স্কিমগুলি নির্বাচনের আগেই ঘোষণা করা হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন পিকে। একইসঙ্গে এটাও মেনে নেন যে নির্বাচনে না লড়াই করার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। এর যুক্তি দিয়ে প্রশান্ত কিশোর বলেন, "যদি আমি জানি যে আমি হেরে যাব, তাহলে কেন আমি টাকাপয়সা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাব?

(১ম পাতার পর)

ফের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন মন্ত্রী শোভনদেবের

সবসময় চেষ্টা করে এসেছি খড়দহ বিধানসভা এলাকায় সমাজবিরোধী মুক্ত করতে। কিন্তু, দু-চারজন সমাজবিরোধীর জন্য গোটা এলাকা বদনাম হবে তা মেনে নেওয়া যায় না।" খোদ মন্ত্রীই বারবার পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলার ফলে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে।তাতে অংশ নেন শাসক দলের একাধিক নেতৃত্ব। আক্রান্ত যুবকের মা মিছিলে অংশ নিয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন, "একজন ছাড়া আর কেউ গ্রেপ্তার হল না।" এই নিয়ে ফের মুখ খুললেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর গলায় শোনা গেল রহড়া থানার পুলিশ প্রতি আস্থা হারানোর সুর। মন্ত্রী বললেন, "লোকাল পুলিশকে কিছু বলব না। যা বলার উপর মহলে বলব।" প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার রাতে রহড়া থানার অন্তর্গত খড়দহের বন্দিপুরের ডাঙাদিঘলা এলাকার বাসিন্দা সুরজ খানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। এলাকায় ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। বর্তমানে ওই যুবক কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর পরিবারের সঙ্গে শুক্রবার দেখা করতে যান স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তখনই আক্রান্তের মা মন্ত্রীর কাছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপরই পুলিশকে নিশানা করেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

মোদির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ শেখ হাসিনার ছেলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের চরম অশান্ত মুহূর্তে তাঁর মাকে হত্যা করার চক্রান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু, ভারত সরকারের কারণেই তা আটকানো সম্ভব হয়। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরে এই প্রথম সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুললেন হাসিনা পুত্র সাজীব ওয়াজেদ।শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরে নতুন করে নয়াদিল্লির কাছ থেকে হাসিনার প্রত্যর্পণের দাবি জানাবেন বাংলাদেশ। তাতে ফের ঢাকা-নয়াদিল্লির সম্পর্কে নতুন করে তিক্ততা আসতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিন এই প্রত্যর্পণ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাজীব বলেন, "কোনও প্রত্যর্পণ হতে হলে নির্দিষ্ট বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়া মেনে চলতে হবে। ওখানে তো কোনও নির্বাচিত, সাংবিধানিক, আইনি সরকারই নেই। আমার মাকে দোষী সাব্যস্ত করতে ওরা আইন বদলেছে, মামলা ফাস্ট ট্র্যাকে এসেছে। এই আইন বেআইনি ভাবে বদলানো হয়েছে।"সাজীব, যাঁকে হাসিনার পরবর্তী রাজনৈতিক উত্তরসূরী হিসাবে মনে করা হয়, সেই জয় ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "ভারত সবসময়

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

কবে শেষ হবে বাংলার SIR?

ঘরে ঘরে এনুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ প্রায় শেষ। ভোটারদের নাম ডিজিটাইজড করার কাজও শুরু করে দিয়েছেন বিএলও-রা। কাজের বিপুল চাপ নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার মাঝেও কাজ এগোচ্ছে হু হু করে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অন্তত সে কথাই বলছে। ৯৯ শতাংশ ফর্ম বিলির কাজ শেষ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।ভুল কথা বলছে। কমিশনাররাই মূলত দায়ী।" অন্যদিকে, বিজেপি বলছে, সাধারণ মানুষ যথেষ্ট সহযোগিতা করছে। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আদিবাসী তফশিলি মানুষ যেভাবে সাহায্য করছেন, সহযোগিতা করছেন, তাতেই বোঝা যাচ্ছে মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। সর্বত্র ফর্ম বিলি হয়েছে।"মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হিসেব বলছে, মোট ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটার রয়েছে বাংলায়। এর মধ্যে ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম বিলি করা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে ৯৯ শতাংশ কাজ শেষ। এর মধ্যে ডিজিটাইজড করে দেওয়া হয়েছে এক কোটির বেশি ফর্ম।

অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে ১৪.২৫ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। মাত্র ২ সপ্তাহে কাজ অনেকটাই এগিয়েছে বলে মনে করছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের মতে, সময়ের আগেই কাজ শেষ করতে পেরেছেন কর্মীরা। নভেম্বর মাসের মধ্যেই ফর্ম বিলি ও ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কলকাতা সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় ফর্ম বিলি করা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। এই বিষয়ে নতুন করে বৈঠক করে কমিশন।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল বিএলও ও ইআরও-দের সতর্ক করে দেন। তবে তৃণমূল বলছে, এই দাবি মিথ্যা। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "কাজের চাপে বিএলও-রা আত্মহত্যা করছে। আর এসি ঘরে বসে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে কমিশন। মিথ্যা কথা বলছে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(এগারোতম পর্ব)

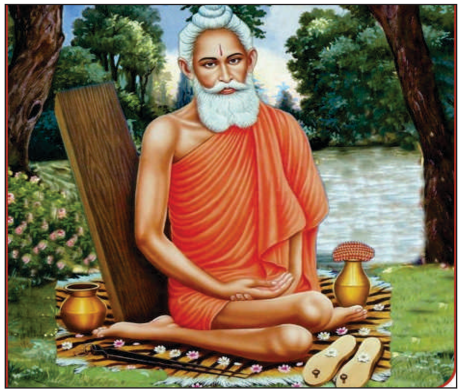

জনমানব নেই । তিনি একা পাহাড়ের নিচে শুয়ে আছেন।পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামি ধর্মপ্রচারক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ভারত এবং বাংলাদেশে তার অসংখ্য ভক্ত ছিল। তিনি যখন নারায়নগঞ্জ এর বারদী আসেন; তখন বাবা লোকনাথকে দেখে চিনতে পারেন। বুঝতে পারেন, ইনিই তার জীবন বাঁচিয়েছিলেন।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

অস্ত্র ফেলে দিয়ে গেলে রাজ্যপাল এবং রাজভবন কালিমালিপ্ত হতে পারে', বিস্ফোরক শুভেন্দু

বোসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূল সাংসদ।

এই ইস্যুতে রাজ্যপালের পদক্ষেপের পাশে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, "রাজ্যপাল ঠিকই করেছেন। কারণ, রাজভবনের বাইরে পুরো নিরাপত্তার দায়িত্ব ও সিসি টিভি কলকাতা পুলিশের হাতে। সেখানে যদি কোনও ঝোপে-ঝাড়ে অস্ত্র ফেলে দিয়ে যায় পরবর্তীকালে রাজ্যপাল এবং রাজভবন দুটোই কালিমালিপ্ত হতে পারে। তাই তিনি যে ব্যবস্থাগুলি নিয়েছেন, রাজভবনের মর্যাদা...সাংবিধানিক পদের গরিমাকে রক্ষা করার জন্য। ভয়ঙ্কর তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার ভয়ঙ্কর যে পুলিশ...মনোজ ভার্মার নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশ, রাজীব কুমারের নেতৃত্বে রাজ্য পুলিশ। এক্ষেত্রে তিনি সতর্কীকরণ হিসাবে যে যে ব্যবস্থাগুলি নিচ্ছেন, সঠিক। এফআইআর তিনি নির্দিষ্ট ধারায় করেছেন। BNS-এর অন্তর্গত এই ধারায় ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আশা করি, শুধু এফআইআরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। যদি পুলিশ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার জন্য মামলা বা কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে মামলা ট্রান্সফার করার ব্যাপারেও আমি দাবি করব, উদ্যোগ নেব।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

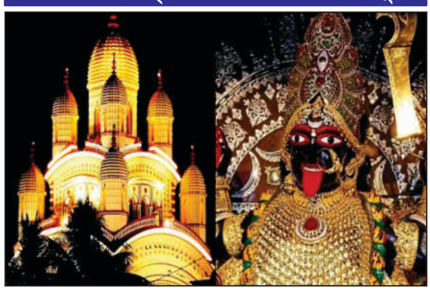

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

"যমারি।। অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। যমের অরি অর্থাৎ শত্রু বা নিহন্তা হিসাবে তাঁহার স্থান ছিল অতি উচ্চ। এমনকি পৃথক পৃথক তন্ত্র তাঁহার নামে রচিত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা ও দায়িত্বশীল তথ্য ব্যবহারের জন্য নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিকাঠামো

(তৃতীয় পর্ব)

নতুন দিল্লি, ১৭ নভেম্বর,২০২৫

করতে পারবে। এই ডিজিটাল ব্যবস্থাটি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে সরল করে। বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে করা আবেদনগুলি আপিল ট্রাইব্যুনাল, টিডিএসএটি (TDSAT) দ্বারা শোনা হবে।

ডিপিডিপি নিয়ম কীভাবে ব্যক্তিকে ক্ষমতায়ন করে

ডিপিডিপি ফ্রেমওয়ার্ক ভারতের ডেটা সুরক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ব্যক্তিকে স্থাপন করে। এর উদ্দেশ্য হল প্রতিটি নাগরিককে তার ব্যক্তিগত তথ্যের ওপর স্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ দেওয়া এবং সেই তথ্য কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা নিয়ে আস্থা তৈরি করা। নিয়মগুলি সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে যাতে মানুষ সহজেই নিজেদের অধিকার বুঝতে পারে। একই সঙ্গে, এগুলো নিশ্চিত করে যে সংস্থাগুলো দায়িত্বশীলভাবে কাজ করবে এবং ব্যক্তিগত ডেটা ব্যবহারের জন্য জবাবদিহি থাকবে।

নাগরিকদের জন্য অধিকার ও সুরক্ষাগুলির মধ্যে রয়েছে:

সম্মতি দেওয়ার বা অস্বীকার করার অধিকার

প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে, তার ব্যক্তিগত ডেটা ব্যবহারের অনুমতি দেবেন কিনা। সম্মতি অবশ্যই স্পষ্ট, অবহিত ও সহজবোধ্য হতে হবে। ব্যক্তি যে কোনও সময় এই সম্মতি প্রত্যাহার করতে পারেন।

ডেটা কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে তা জানার অধিকার

নাগরিকরা জানতে পারেন তাদের কোন ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, কেন করা হয়েছে এবং কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সংস্থাগুলিকে এই তথ্য সহজভাবে জানাতে হবে।

ব্যক্তিগত ডেটা অ্যাক্সেস করার অধিকার

যে কোন ব্যক্তি ডেটা ফিডিউশিয়ারির কাছে তাদের ব্যক্তিগত তথ্যের একটি কপি চাইতে পারেন।

ব্যক্তিগত ডেটা সংশোধন করার অধিকার

যে কোনও ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য সংশোধনের জন্য মানুষ অনুরোধ করতে পারেন।

ব্যক্তিগত ডেটা আপডেট করার অধিকার

যেমন নতুন ঠিকানা বা নতুন যোগাযোগ নম্বর, তথ্য পরিবর্তন হলে নাগরিকরা আপডেটের জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

ব্যক্তিগত ডেটা মুছে ফেলার অধিকার

নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলার অনুরোধ জানাতে পারেন। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই অনুরোধ বিবেচনা করে ডেটা ফিডিউশিয়ারিকে ব্যবস্থা নিতে হয়।

অন্য একজনকে মনোনীত করার অধিকার

প্রত্যেক ব্যক্তি তার হয়ে ডেটা সম্পর্কিত অধিকার প্রয়োগ করার জন্য কাউকে মনোনীত করতে পারেন। অসুস্থতা বা অন্যান্য সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে উপকারী।

৯০ দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রতিক্রিয়া

অ্যাক্সেস, সংশোধন, আপডেট বা মুছে ফেলার যে কোনও অনুরোধের ক্ষেত্রে ডেটা ফিডিউশিয়ারিকে সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দিতে হবে, যা সময়নিষ্ঠতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে।

ব্যক্তিগত ডেটা ফাঁসের ক্ষেত্রে সুরক্ষা

ডেটা ফাঁস হলে নাগরিককে দ্রুত জানাতে হবে। প্রেরিত বার্তায় কি ঘটেছে এবং কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তা উল্লেখ থাকতে হবে। এতে ক্ষতি কমাতে মানুষ দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারেন।

প্রশ্ন ও অভিযোগের জন্য স্পষ্ট যোগাযোগ মাধ্যম

ডেটা সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য ডেটা ফিডিউশিয়ারিকে একটি নির্দিষ্ট যোগাযোগ মাধ্যম রাখতে হবে, এটি একজন নিযুক্ত কর্মকর্তা বা ডেটা প্রোটেকশন অফিসার হতে পারে।

শিশুদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা

শিশুর ব্যক্তিগত ডেটা বা তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবক বা আইনগত তত্ত্বাবধায়কের যাচাইকৃত সম্মতি বাধ্যতামূলক। স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা রিয়েল-টাইম নিরাপত্তার মতো অত্যাবশ্যক পরিষেবার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রযোজ্য।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা

কোনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহায়তা থাকা সত্ত্বেও আইনগত সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হলে, তাদের আইনগত অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন। এই অভিভাবককে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী যাচাই করতে হয়।

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacharjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

হাসিনাকে ফেরাতে ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হচ্ছে বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে দেশে ফেরাতে এবার ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হচ্ছে মহম্মদ ইউনুস সরকার। বাংলাদেশের একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে তেমনটাই জানা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিল্লির উপর চাপ বাড়াতেই নয়া এই কৌশল ইউনুসের।জুলাই অভ্যুত্থানে দেশছাড়া হওয়ার পর থেকে মহম্মদ ইউনুসের বাংলাদেশে অসংখ্য মামলা হয়েছে হাসিনার বিরুদ্ধে। গুরুতর মামলাগুলির মধ্যে রয়েছে জুলাই বিপ্লবী ছাত্রদের উপর গুলি চালানো তথা মানবতাবিরোধী অপরাধ, আয়নাঘর সংক্রান্ত অভিযোগ ইত্যাদি। সোমবার বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার, বিচারপতি মহম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীর ট্রাইবুনাল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করে। এরপরই সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় দু'জনকে। যদিও আওয়ামি লিগ আগেই জানিয়েছে, জামাত প্রভাবিত 'ক্যাঙারু আদলতে' বিচারের নামে প্রহসন চলছে। যেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই, তা কখনই ন্যায় বিচার হতে পারে না।মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের সরকারি আইনজীবী গাজী এমএইচ তামিম বলেন, "দোষী সাব্যস্ত দু'জনেই পলাতক। তাদের বিরুদ্ধে রেড নোটিস জারির জন্য ট্রাইবুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা-সহ ইন্টারপোলে ইতিমধ্যেই একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। এবার আমরা সাজার ভিত্তিতে বিদেশমন্ত্রকের তরফে নতুন একটি রেড নোটিস জারির আবেদন জানাবো।" প্রসঙ্গত, সোমবার রায় ঘোষণার পরই সেদেশের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল জানিয়েছিলেন, হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতকে চিঠি পাঠাতে চলেছে তারা। এবার নয়াদিল্লির উপর চাপ বাড়াতে ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হচ্ছে ইউনুস সরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত ইন্টারপোলের সদস্য। যদি সংস্থাটি তাঁদের বিরুদ্ধে রেড নোটিস জারি করে তাহলে আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে।

(৩ পাতার পর)

মোদির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ শেখ হাসিনার ছেলের

খুব ভাল বন্ধু। সঙ্কটের মুহূর্তে, ভারত আমার মায়েরা প্রাণ বাঁচিয়েছে। সময়মতো উনি বাংলাদেশ ছেড়ে বেরতে না পারলে সন্ত্রাসীরা ওঁকে মেরে দিত।"

সাজীবের কথায়, "আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের কাছ আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব আমার মায়ের জীবন বাঁচানোর জন্য।"

জুলাই বিপ্লব চলাকালীন বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপরে নির্বিচারে দমন পীড়ন, হত্যা চালানোর অভিযোগে গত সোমবার শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। যদিও এই বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই মানতে নারাজ হাসিনা পুত্র। তাঁর দাবি, বিচার নয়, প্রতিশোধ নিতেই এমন সাজা ঘোষণা করেছে মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার।

সাজীবের কথায়, "আমার মাকে কোনও আইনজীবী নিয়োগ করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর আইনজীবীদের আদালতে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। সাজা ঘোষণার আগে ১৭ জন বিচারককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে। বেঞ্চে এমনও অনেকে ছিলেন যাঁদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই এবং তাঁরা রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট। তাই, সেভাবে কোনও নিয়মই মানা হয়নি।"

এনআইটি দিল্লির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি

নতুন দিল্লি, ১৯ নভেম্বর ২০২৫

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আদ নতুন দিল্লির ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এনআইটি দিল্লি জাতীয় স্তরে তার জায়গা করে নিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের আধুনিক পরিকাঠামো এবং শিক্ষাগত উৎকর্ষতা নিয়ে সন্তোষপ্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, উন্নত শিক্ষা, উদ্ভাবন, গবেষণা, শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগ এবং দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের উপযোগী করে গড়ে তুলছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমরা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে উন্নত ভারতের লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছি। এই অঙ্গীকার শুধুমাত্র আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সেই সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, পরিবেশ সুরক্ষা এবং সুস্থিতিশীল উন্নয়নেরও পথ মসৃণ করছে। তিনি বলেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া, সুগম্য ভারত অভিযান এবং উন্নত ভারত অভিযানের মতো সরকারি উদ্যোগগুলি দ্রুত দেশকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, আদর্শ ডিজিটাল গ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এনআইটি-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

শ্রীমতী মুর্মু বলেন, এখানকার স্নাতক পড়ুয়ারা এখন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কর্মীবাহিনী হয়ে উঠবেন। শিক্ষা, গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্ভাবনের পথ খুঁজে বার করার জন্য পড়ুয়াদের কাছে আবেদন জানান রাষ্ট্রপতি।

সিনেমার খবর

এআই মানুষের আবেগ ও অনুভূতি কখনোই নিতে পারবে না: দীপিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনই এখন সাফল্যের নতুন শিখরে। ইন্ডাস্ট্রিতে পা রেখেই একসময় যিনি উচ্চারণ নিয়ে তীব্র ঠাট্টার শিকার হয়েছিলেন, সেই তিনি এখন সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন। এখন অভিনেত্রী ৫০০ কোটি রুপি সম্পত্তির মালিক। সম্প্রতি এক অভাবনীয় উদ্যোগে মেটা এআইয়ের নতুন কণ্ঠস্বর হিসেবে যুক্ত হয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন।

এখন থেকে আমেরিকা, ভারত, কানাডা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার অসংখ্য মানুষ অভিনেত্রীর পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পাবেন। নিজের এই নতুন জার্নির খবর দীপিকা নিজেই সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছেন। ভারতীয় তারকাদের মধ্যে দীপিকাই প্রথম, যাকে এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এআই নিয়েও নিজের ভাবনা স্পষ্ট করেছেন অভিনেত্রী। দীপিকা পাড়ুকোন বলেন, আমার মনে হয় এআই মানুষের অনেক কিছু নিয়ে নিলেও যা কখনোই নিতে পারবে না, তা হলো—মানুষের আবেগ ও অনুভূতি। এই একটা জিনিসই রয়েছে, যা শুধু মানুষের।

শুরুর দিকের সেই কঠিন সময়ের কথা তুলে ধরে দীপিকা বলেন, এ মুহূর্তে আমি মেটা এআইয়ের কণ্ঠস্বর। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন বলিউডে আমার সদ্য পথচলা শুরু, তখন আমার কণ্ঠস্বর আমার উচ্চারণ নিয়ে তুমুল ঠাট্টা করা হতো।

অভিনেত্রী বলেন, এমন অনেক কিছুই আমার সঙ্গে হয়েছে, যা আমাকে নীরবে লড়াই করে অর্জন করতে হয়েছে, জিততে হয়েছে। কাজেই এগুলো আমার কাছে নতুন কিছু নয়।

তিনি বলেন, নিজের অভিনয় দক্ষতা ও দৃঢ়তার জোরে আজ বলিউডে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছি। পরিশ্রমিকের প্রতিদান হিসাবে অভিনেতাদের সমপরিমাণ অর্থগ্রহণ করছি। এ ছাড়া ইন্ডাস্ট্রিতে সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার দাবিতেও সবসময় সোচ্চার তিনি।

কলেজের মেয়েরা তো প্রতি সপ্তাহেই বয়ফ্রেন্ড বদলায়: রাভিনা

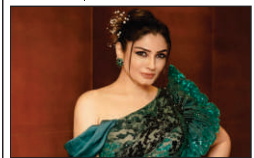

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সম্পর্কে জড়ান বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার ও অভিনেত্রী রাভিনা ট্যান্ডন। তাদের সেই সম্পর্ক বাগদান পর্যন্ত গড়ালেও বিয়েটা আর হয়নি। বর্তমানে দুজন আলাদাভাবে তাদের সংসারজীবন নিয়ে সুখেই আছেন।

বহু বছর পর সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই পুরোনো সম্পর্ক ও বাগদান ভেঙে যাওয়া নিয়ে কথা বলেন রাভিনা। তিনি বলেন, আমি তো সেসব (সম্পর্কের কথা) ভুলেই গেছি। হ্যাঁ, কিছু অনস্ক্রিন জুটি সত্যিই মানুষ ভুলতে পারে না। 'মোহরা'-র সময় আমরা হিট জুটি ছিলাম। এখনো যখন কোথাও দেখা হয়, খুব স্বাভাবিকভাবে গল্প হয়। সবাই নিজের জীবনে এগিয়ে যায়। আজকাল তো মেয়েরা কলেজে প্রতি সপ্তাহেই বয়ফ্রেন্ড বদলায়। আর আমার একটাই বাগদান ভাঙা—সেটাই এখনো লোকের মাথায় ঘুরছে! কেন জানি না। সবাই তো জীবনে এগিয়ে যায়, কারও বিবাহবিচ্ছেদ হয়, কেউ নতুনভাবে শুরু করে। এতে এত ভাবনার কী আছে?

বর্তমানে রাভিনা ব্যবসায়ী অনিল থাডানির সঙ্গে ২১ বছরের দাম্পত্যজীবন পার করছেন। তাদের মেয়ে রাশা থাডানি চলতি বছর বলিউডে পা রেখেছেন। অন্যদিকে, টুইঙ্কেল খান্নার সঙ্গে দুই যুগের সংসারজীবন চলছে অক্ষয়ের।

উল্লেখ্য, 'মোহরা' ছবির সময় অক্ষয় ও রাভিনার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, যা সে সময় বলিউডে বহুল চর্চিত ছিল। নব্বইয়ের দশকের শেষে পারিবারিকভাবে তাদের বাগদানও সম্পন্ন হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে কয়েক বছরের মধ্যেই সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়।

'এমনভাবে আঘাত করেছিল ভাষায় প্রকাশ করার মতো না'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের দক্ষিণি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। তার তেলেগু ছবি 'দ্য গার্লফ্রেন্ড' বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছে। মুক্তির প্রথম দিনে ১.৩ কোটি রুপি আয়ের পর, দ্বিতীয় দিনে প্রায় দ্বিগুণ ব্যবসা করেছে ছবিটি।

দ্বিতীয় দিনে আয় হয়েছে প্রায় ২.৫ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে প্রথম দুই দিনে ছবিটির মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৩.৮ কোটি রুপির বেশি। ধারণা করা হচ্ছে, দর্শকদের 'ওয়ার্ড-অফ-মাউথ' বা মুখে মুখে প্রচার এবং রাশমিকার আবেগঘন অভিনয়ের কারণেই এমন সাফল্য পেয়েছে ছবিটি।

মুক্তির দ্বিতীয় দিনে হলগুলোতে ৩০.৭৯ শতাংশ দর্শক উপস্থিতি রেকর্ড করেছে 'দ্য গার্লফ্রেন্ড'। সকালের শো কিছুটা ধীরগতিতে শুরু হলেও, দিনের সঙ্গে সঙ্গে গতি বেড়েছে। সকালে উপস্থিতি ছিল ১৭.৩২ শতাংশ, যা দুপুরে বেড়ে হয় ৩৩.৪৪ শতাংশ। সন্ধ্যায় এটি আরও সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩.৮৪ শতাংশে।

তবে ছবিটি বক্স অফিসে তার আসল ঝলক দেখিয়েছে রাতের শো-গুলোতে, যেখানে দর্শক উপস্থিতি ছিল সর্বোচ্চ ৩৮.৫৫ শতাংশ। সপ্তাহের শেষে দর্শক সমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, ছবিটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে।

ছবিটির সাফল্য ও দর্শকদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় আবেগাপ্লুত রাশমিকা মান্দানা। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি তার অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। অভিনেত্রী লিখেছেন, 'যখন রাহুল (পরিচালক) প্রথম আমাকে এই গল্পটি শুনিয়েছিলেন, আমার মনে আছে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।'

তিনি আরও বলেন, 'গল্পে এমন অনেক মুহূর্ত ছিল যা আমার মনে এমনভাবে আঘাত করেছিল যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সেই মিটিং থেকে আমি দুটি জিনিস নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম একটি চিত্রনাট্য, যা আমার কাছে ছিল 'না করলে পাপ হবে' এমন কিছু, আর একজন বন্ধু।'

স্পেনের চেয়ে সৌদিতে গোল করা কঠিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পিয়ার্স মরগ্যান– বছর ষাটের এই ব্রিটিশ ক্রীড়া সাংবাদিকের সামনে বরাবরই মন খুলে কথা বলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ব্যতিক্রম হয়নি তাঁর এবারের পডকাস্ট সাক্ষাৎকার পর্বটিও। খণ্ড খণ্ড করে পিয়ার্স সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করছেন। যেখানে প্রতি পর্বেই থাকছে চমক।

শুরুতে মেসিকে নিয়ে করা রোনালদোর একটি মন্তব্য আলোচনায় এসেছে ফুটবলপ্রেমীদের সামনে। যেখানে তিনি মেসিকে আর্জেন্টিনারও 'গ্রেটেস্ট অব অলটাইম' মনে করেন না বলে শিরোনামে এসেছে। পরের পর্বে মার্কিন প্রসিডেন্টের সঙ্গে নিজের কিছু জায়গায় মিল খুঁজে পাওয়ার দাবি করেছেন। সর্বশেষ সৌদি প্রো লিগকে পতুর্গালের ঘরোয়া লিগের চেয়েও এগিয়ে রেখেছেন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগকে এক নম্বরে রেখে রোনালদোর উপলব্ধি স্পেনের চেয়েও সৌদি আরবে গোল করা তাঁর কাছে কঠিন মনে হয়।

'জানি অনেকেই সৌদি লিগ নিয়ে নানা কথা বলে, কিন্তু তারা কখনও এখানে ছিল না, কখনও এখানে খেলেওনি। তারা জানে না, ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ছুটতে কেমন লাগে। আমি আবারও বলব, পর্তুগিজ লিগের চেয়ে সৌদি লিগ অনেক ভালো। ফরাসি লিগে শুধু পিএসজিই আছে (ভালো দল), প্রিমিয়ার লিগ তো অবশ্যই ভালো। এক নম্বরে। আমি সব জায়গায় খেলেছি, তাই জানি সৌদিতে গোল করার চেয়ে স্পেনে গোল করা সহজ।'

ক্রিশ্চিয়ানো তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন স্পেনে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ২০০৯ থেকে ২০১৮ মৌসুম দাপিয়ে বেরিয়েছেন। গোলও করেছেন সেখানে বেশি, ২৯২ ম্যাচে ৩১১টি। সেখানে সৌদি ক্লাব আল নাসরের হয়ে গত তিন মৌসুমে ৮২ ম্যাচে ৮৪ গোল করেছেন। 'ইউরোপে লিগে সর্বাধিক গোল করলে গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়, সেখানে সৌদি লিগের গোলগুলোকে বৈশ্বিক মানদণ্ডে রাখা হয় না। অন্য ফুটবলারদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, এই লিগ ভালো কিনা। আমাকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। কারণ আমি সব সবসময় এটাই বলে আসছি। এবার তারাও বলবে কতটা কঠিন এই লিগ।'

নিজের পুরোনো ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিয়েও হতাশার কিছু কথা শুনিয়েছেন। 'ম্যানইউর বতর্মান অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা সঠিক জায়গায় নেই। শুধু কোচ আর ফুটবলার পরিবর্তন করলেই হবে না।'মেসির কথা উঠতেই খোঁচা দিয়েছেন যখন পিয়ার্স বলেছেন, লোকে বলে মেসি আপনার চেয়ে সেরা ফুটবলার। 'আমি সেটা মনে করি না। এবং এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বিনয়ীও হতে চাই না। মেসি আসার আগে কি আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জেতেনি? এটা তাদের জন্য স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। তা ছাড়া বিশ্বকাপ জিতলেই সব কিছু অর্জন হয়ে যায়– এটাও আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বকাপে সাত-আটটা ম্যাচ জিতলেই কাউকে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় বলে দেওয়া যায় না। আমার অন্তত বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন নেই।'

খোলামেলা সাক্ষাৎকারে তাঁকে ঘিরে চলা একটি সমালোচনার উত্তরও দিয়েছেন। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত পর্তুগাল জাতীয় দলের সাবেক ফরোয়ার্ড দিয়াগো জোতার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যাননি রোনালদো। 'আসলে দুটি কারণে আমি শেষকৃত্যে যাইনি। প্রথমত, লোকে আমাকে নিয়ে অনেক সমালোচনা করে, সেসব নিয়ে আমি ভাবি না। যখন একজনের নৈতিক বোধ ঠিক থাকে, তখন লোকে কী বলল তাতে যায় আসে না। তবে আমি একটি কথা জানাতে চাই, আমার বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমি আর কখনোই কারও সমাধিস্থলে যাইনি। দ্বিতীয়ত, আমি চাইনি আমার উপস্থিতিতে সেখানে লোকের ভিড় জমে যাক। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই লোকের ভিড় জমে যায়। এ ধরনের মনোযোগ আমি চাই না।'

ঘরের মাঠে টানা ১১ সিরিজ জয় নিউজিল্যান্ডের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নেপিয়ারে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে শাই হোপের একার লড়াইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৪৭ রানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যোগ্য স্কোর গড়ে। তবে নিউজিল্যান্ডের ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্রের ওপেনিং জুটি এবং মিচেল স্যান্টনারের ক্যামিও ইনিংস শেষ পর্যন্ত ঘরের মাঠে তাদের জয় নিশ্চিত করেছে।

৩৪ ওভারের ম্যাচে নিউজিল্যান্ড ৫ উইকেটে জিতে সিরিজে ২-০ করে এগিয়ে যায়। এটি ঘরের মাঠে তাদের টানা ১১তম ওয়ানডে সিরিজ জয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে দশম ওভারে ৩৮ রানে ২ উইকেট হারানোর পর ক্রিজে নেমে হোপ একাই দলের দারুণ লড়াই চালান। ৬৯ বলে ১৩ চার ও ৪ ছক্কায় অপরাজিত ১০৯ রানের ইনিংস খেলেন হোপ। দলের অন্যান্য ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আকিম অগুস্তে ২২ রান, জাস্টিন গ্রিভস ও রোমারিও শেফার্ড ২১ রান করে।

নিউজিল্যান্ডের বোলিংয়ে নাথান স্মিথ ৭ ওভারে ৪২ রান দিয়ে সর্বোচ্চ চার উইকেট নেন, তিনটি উইকেট নেন কাইল জেমিসন।

২৪৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কনওয়ে ও রাচিন ১৬তম ওভারে দলকে একশ রান এনে দেন। ১০৬ রানের জুটি ভাঙার পর কনওয়ে ৮৪ বলে ৯০ রান করেন। পরে অধিনায়ক টম ল্যাথাম ও মিচেল স্যান্টনার দলের জয়ের বন্দরে পৌঁছান। ১৫ বলে ৩৪ রানে অপরাজিত থাকা স্যান্টনারের সঙ্গে ল্যাথাম অপর প্রান্তে ৩৯ রান করে থাকেন।

আগামী শনিবার সিরিজের শেষ ম্যাচে দুই দল মুখোমুখি হবে। নিউজিল্যান্ড ইতিমধ্যেই তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ তে এগিয়ে রয়েছে।

অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে ফিরলেন স্টোকস ও উড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টের আগেই ফিট হয়ে ফিরে এসেছেন ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার মার্ক উড। ২১ নভেম্বর থেকে পার্থে শুরু হতে যাওয়া সিরিজের প্রথম টেস্টের জন্য ১২ সদস্যের দলে উডকে অন্তর্ভুক্ত করেছে ইংল্যান্ড। এছাড়াও দলে ফিরেছেন অধিনায়ক বেন স্টোকস।

ইসিবি বুধবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পার্থে প্রথম টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করেছে। ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে উড হ্যামস্ট্রিং টান অনুভব করে মাঠ ছেড়ে যান, তবে পরে সম্পূর্ণ ফিট ঘোষণা করা হয়।

ইংল্যান্ড পেস নির্ভর দল সাজিয়েছে। জোফরা আর্চার, উড, গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্সের সঙ্গে ফিট হয়ে ফেরা অধিনায়ক স্টোকসও দলের অংশ। একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে দলে আছেন শোয়েব বশির। জো রুট পার্টটাইম স্পিনের ওপরও ভরসা রাখতে পারবেন।

ব্যাটিং লাইনে বড় চমক নেই। ওপেনার হিসেবে নামছেন বেন ডাকেট ও জ্যাক ক্রলি, মিডল অর্ডারে আছেন অলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, স্টোকস এবং উইকেটকিপার জেমি স্মিথ।

ইংল্যান্ডের ১২ সদস্যের স্কোয়াড: বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলি, অলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ, গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্স, মার্ক উড, জোফরা আর্চার, শোয়েব বশির।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR